আরামবাগে একটি তাজিয়ার দৃশ্য।

আরামবাগের মহরমের অনুষ্ঠানে বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা ও পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী।

গোঘাটে তাজিয়ায় বিধায়ক মানস মজুমদার ও তৃণমূল নেতা তপন মণ্ডল ও আতাউল হক।

আরামবাগ মহকুমায় সাড়ম্বরে পালিত মহরম

সঞ্জীব ঘোষ, গোঘাট ঃ সারা দেশের সঙ্গে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন থানা জুড়ে পালিত হল পবিত্র মহরম। সকাল থেকেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এদিন তাজিয়া নিয়ে উৎসবে মেতে ওঠেন। পূর্বপুরুষ হোসেন ও হুসেনের জন্য মসজিদে নামাজপাঠে অংশ নেন। বিভিন্ন জায়গায় বর্ণাঢ্য তাজিয়া বের হয়। আরামবাগ শহর ছাড়াও আরামবাগ, খানাকুল, পুরশুড়া থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় তাজিয়া নিয়ে শোভাযাত্রা বের হয়। গোঘাটের মান্দারণ দিঘিরপাড়, সত্যপীরতলা, মান্দারণ চৌমাথা, হাজিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হাজিপুর মণ্ডলা, চাঁদপুর, হাজিপুর বাসস্ট্যান্ডে তাজিয়া দেখার জন্য বহু মানুষ ভিড় জমান। হাজিপুরের সেখ বাবুলাল বলেন, এই দিনটি হোসেন ও হুসেনের স্মৃতিতে আমরা তাজিয়া বের করি। আমাদের তাজিয়া বাসস্ট্যান্ড থেকে গোসাইবাজার হয়ে মণ্ডলায় শেষ হয়। প্রতিবছরের মতো এবছরও লাঠি খেলার প্রদর্শনী করা হয়। কোথাও যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সমস্ত জায়গাতেই কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল। মহরম উপলক্ষ্যে গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার হাজিপুরে এদিন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বিধায়ক বলেন, এই অনুষ্ঠানে আসতে পেরে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আশা করব আগামী দিনেও মানুষের পাশে থেকে তাঁদের সুখদুঃখের সাথী হতে পারব।

আরামবাগ পৌর ফুটবল লীগের সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ শুক্রবার হুগলির আরামবাগ পৌরলীগের সূচনা হল আরামবাগের বিশালাক্ষী ময়দানে। জানা গেছে, এই লীগটি দুটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ডিভিশনে থাকবে ৫টি টিম এবং দ্বিতীয় ডিভিশনে থাকবে ৬টি টিম। প্রায় এক মাস ধরে এই খেলাগুলি অনুষ্ঠিত হবে। এদিন প্রথম ডিভিশনের কালীপুর কোচিং সেন্টার বনাম বসন্তপুর রিক্রেয়েশান ক্লাব মুখোমুখি হয়। খেলার সূচনা করেন আরামবাগ বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা। উপস্থিত ছিলেন পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, প্রাক্তন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ দীপক মাজি, কাউন্সিলর প্রদীপ সিংহরায়, কৃষ্ণ বারিক, হুমায়ুন খান ও রাজীব চক্রবর্তী প্রমুখ।

হরিপালে পালিত হল করম পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হাজার বছরের পুরানো পৌরাণিক প্রথা অনুযায়ী করম পুজোয় মহোৎসব পালিত হল হুগলির হরিপালে। মাদল বাজিয়ে আদিবাসী নৃত্য পরিবেশন করলেন খোদ হরিপালের বিধায়ক বেচারাম মান্নার। হরিপাল মোড়া বাঁশরী ওরাও আদিবাসী সমিতির উদ্যোগে করম পুজা উপলক্ষ্যে উৎসব পালিত হল। করম পুজা উপলক্ষ্যে হরিপালের বিধায়ক বেচারাম মান্নার অন্য এক রূপ দেখল সকলে। বেচারাম মান্না ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সদ্য নির্বাচিত হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ও সহসভাপতি বাবলু গায়েনসহ বহু নেতানেত্রী।

নতুন রাস্তা শুরু হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ দীর্ঘ প্রায় কয়েক বৎসর আন্দোলনের পর বুধবার থেকে হুগলির পাণ্ডুয়া রেল স্টেশনের পাশের রাস্তা ফাটার রোডের সংস্কারের কাজ শুরু করল পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। বুধবার এই রাস্তার কাজ শুরু হবার বিষয়ে রেলের এক আধিকারিক জানান, আমাদের কাছে প্রস্তাব আসে এলাকার বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ও প্রশাসনিক দপ্তরের পক্ষ থেকে। সেই মতো আমরা এদিন থেকে রেলের ঠিকাদার নিয়োগ করে দ্রুত এই রাস্তার কাজ শুরু করেছি। অন্যদিকে পাণ্ডুয়া থানার পক্ষ থেকে পুলিশ আধিকারিক সুমন রায়চৌধুরী ও পান্ডুয়ার বিডিও সমীরণ ভট্টাচার্য জানান, এলাকার বাসিন্দারা ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে বহুদিন ধরে এই রাস্তাটি ঢালাইয়ের অথবা পিচ করবার জন্য আবেদন জানান। অনেকবার রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়। সব শেষে পাণ্ডুয়ার ফাটার রোডের কাজ শুরু করল পূর্ব রেলের কর্তৃপক্ষ। এই রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে দেখে এলাকাবাসী ও পথচলতি মানুষেরা এবং বাস, অটো, টোটো, পাণ্ডুয়ার সংগঠনের সদস্যরা বেজায় খুশি। পান্ডুয়া থানার পুলিশ ও এলাকাবাসী এবং ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, রাস্তার খারাপের জন্য আমাদের খুব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। বহু বৎসর ধরে আন্দোলন করার পর নতুন পিচের রাস্তা পেয়ে এলাকার বাসিন্দা থেকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী এবং রাজনৈতিক দলের নেতারা খুশি।

নেই অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা, ক্ষোভ পুরসভার কর্মীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, রিষড়া ঃ হুগলির রিষড়া পুরসভায় নেই কোনও আগুন নেভানোর ব্যবস্থা। শুধু আছে একটি মাত্র সিলিন্ডার যার অনেক দিন আগে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। ফলে রিষড়া পুরসভার অফিস কর্মী থেকে কাউন্সিলরেরা বিপজ্জনক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তাঁরা জানান, কলকাতার বাগরি বাজারের মতো এখানে আগুন ধরে গেলে আর কিছু করবার থাকবে না। আমরা চাই আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পুরসভায় এই আগুন নেভানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। মঙ্গলবার এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। সাংবাদিকদের এই খবরের ছবি তুলতে বাধা দেন রিষড়া পুরসভার পিডব্লুডির পৌর সদস্য। পরে

উপপুরপ্রধান ও কাউন্সিলরেরা জানান, আমাদের পরিকাঠামো নেই ঠিক কথা, তবে খুব তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পুরশুড়ায় পুলিশ ফাঁড়ির দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ দীর্ঘদিন ধরে হুগলি জেলার পুরশুড়া এলাকার ভাঙামোড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দারা একটি পুলিশ ফাঁড়ির জন্য আবেদন করে আসছেন। কিন্তু বছরের পর বছর কেটে গেলেও সেই আবেদনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে কেউ উদ্যোগী হয়নি। এই ঘটনায় এলাকার বাসিন্দারা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ওই এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, পুরশুড়া থানা থেকে ভাঙামোড়া এলাকার দূরত্ব প্রায় ২০ কিমি। ১৯৭২ সালে ভাঙামোড়া এলাকার খুশিগঞ্জে একটি পুলিশ ক্যাম্প ছিল। পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট সরকার ওই পুলিশ ক্যাম্পটি তুলে দেয়। এরফলে ওই এলাকার মানুষজন নানা সমস্যায় পড়েন। তাঁদের বক্তব্য, ওই এলাকা থেকে বর্ধমান জেলার জামালপুর, রায়না ও মাধবডিহি থানার দূরত্ব ৩০ কিমি করে। হুগলি জেলার ধনেখালি ও তারকেশ্বর থানার দূরত্ব প্রায় ২৫ কিমি। ফলে কেউ কোনও সমস্যায় পড়লে থানায় খবর দিতে এবং থানা থেকে ঘটনাস্থলে পুলিশের পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যায়। এলাকায় যদি একটি পুলিশ ফাঁড়ি থাকে তাহলে অনেক সুবিধা হয়। এলাকার মানুষের বক্তব্য, প্রয়োজনে তাঁরা পুলিশ ফাঁড়ির জন্য জায়গার ব্যবস্থা করতেই রাজি আছেন।

জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ জলে ডুবে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম শশধর সাঁতরা(৭৫)। বাড়ি হুগলির আরামবাগের গৌরহাটী গ্রামে। জানা, প্রতিদিনের মতোই শুক্রবার ভোরেও তিনি প্রাতঃক্রিয়া করতে যান বাড়ির পাশেই একটি পুকুরে। কিন্তু বেশ কয়েকঘন্টা কেটে যাওয়ার পরেও শশধরবাবু বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের লোকজন খুঁজতে বেরিয়ে পড়েন। তারপর সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ ওই পুকুরের ধারেই তাঁর দেহ ভাসতে দেখা যায়। তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা স্মৃতিবিজড়িত যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দির সংস্কারের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নতি তখনও হয়নি। হাসপাতাল শব্দটিও তখন গ্রামের মানুষের কাছে অজানাই ছিল। তাই একটা সময় ছিল যখন কবিরাজি ও ঠাকুর দেবতার উপরেই মানুষকে ভরসা করতে হত। কোনও রোগজ্বালা হলে মানুষ ছুটে যেতেন ঠাকুর মন্দিরে অথবা কবিরাজের কাছে। এভাবেই সুস্থ হয়ে ওঠার চেষ্টা করতেন। শ্রী রামকৃষ্ণদেব ও মা সারদাও চিকিৎসার জন্য শরণাপন্ন হয়েছিলেন কামারপুকুর থেকে কয়েক মাইল দূরে যজ্ঞেশ্বর শিবের মন্দিরে। এই মন্দিরটি হুগলি জেলার গোঘাট ২নং ব্লকের অন্তর্গত বদনগঞ্জ বাজারের কাছে অবস্থিত। এলাকার মানুষের কাছে বর্তমানে এই মন্দিরটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মা সারদার স্মৃতি বিজড়িত মন্দির হিসাবে পরিচিত। এই মন্দিরের মূল সেবাইত ছিলেন গোঘাটের কৃষ্ণগঞ্জের গড় পরিবারের সদস্যরাই। তাঁরাই প্রায় আনুমানিক ৩০০ বছর আগে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর থেকে এই শিবমন্দিরে নিয়মিতভাবে নিত্যপুজো ও গাজন হত। এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। মন্দিরটিও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ধ্বংসের মুখে। তাই এলাকার মানুষ এই মন্দিরটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন। সকল স্তরের মানুষকে এব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার কথাও বলেছেন। কথিত আছে, এই শিব মন্দিরে গেলে বহু রোগই নাকি সেরে যায়। তাই এক সময় যখন গ্রাম বাংলায় পিলে রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল তখন বহু মানুষ এই মন্দিরে গিয়ে আশীর্বাদ ও স্নানজল খেয়ে মুক্তি লাভ করেছিলেন। সেই কারণে পরবর্তীকালে ভক্ত ও রোগীদের ভিড় উপচে পড়ত। এলাকার বর্ষীয়ান ব্যক্তি রাধাগোবিন্দ হেঁস জানালেন, এখানকার পুরোহিতরা পিলে রোগের ওষুধ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তখন তাঁর চিকিৎসার জন্য এখান থেকে নিয়মিত ওষুধ পাঠানো হত। এমনকি স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব এবং মা সারদাদেবীও এই মন্দিরে এসেছিলেন। রাধাগোবিন্দবাবু জানালেন, পিলে রোগ থেকে মুক্তির জন্য কুলকাঠের আগুন গরম করা হতো। তারপর কিছুক্ষণ বাদে ঠাণ্ডা হয়ে গেলে পুজারিরা তার মধ্যে কিছু লাগিয়ে পেটের উপর চাপান দিত। এরফলে নাকি ঠাকুর এই রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিল। যদিও এরকম গল্প কথিত আছে যে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব যখন দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন তারপর থেকেই নিয়মিতভাবে এখান থেকে ওষুধ যেত। ১৯৯৫ সালের ৩১ মার্চ বেলুড় মঠের শ্রীমৎ স্বামী গহনানন্দ মহারাজ এই মন্দিরে এসেছিলেন এবং মন্দিরে একটি স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিলেন।

সেই ফলকটি স্মৃতিতেই পরিণত হয়েছে। তারপর প্রায় ২০ বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু মন্দিরের সংস্কারের কোনও উদ্যোগ চোখে পড়েনি। বর্তমানে এই মন্দিরে পুজো করেন তরুণ চক্রবর্তী, অশোক চক্রবর্তী, মোহন ঘোষাল, গোপাল মুখার্জীরা। তাঁরা জানালেন, বদনগঞ্জ ব্যবসায়ী কমিটি এবং স্থানীয় মানুষজনের সহায়তায় এই পুজো চলছে। যজ্ঞেশ্বর শিবমন্দিরে শেষবার গাজন হয়েছিল ৪২ বছর আগে। এলাকার মানুষের দাবি, এই মন্দিরটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করুক প্রশাসন।

দেশজুড়ে ব্যবসা বন্ধের ডাক ক্যাটের

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ কেন্দ্রের ফরেন ডাইরেক্টর ইনভেস্টমেন্ট বিলের প্রতিবাদে গোটা দেশ জুড়ে ২৮ সেপ্টেম্বর ব্যবসা বন্ধের ডাক দিল কনভেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্স। তারই কর্মসূচী পালিত হবে হুগলি চেম্বার্স অফ কমার্সের উদ্যোগে। লবন বেচতে এসে গোটা দেশ দখল করেছিল ব্রিটিশরা। ঠিক এভাবেই ফরেন থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্যবসা করে দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়ে আবার দেশ পরাধীন হবে ফরেনারদের হাতে। এক ফোনেই মিলবে গৃহস্থের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস। মানুষ এই সুবিধা ছেড়ে কখনই যাবে না কোনও দোকানে। ফলে দেশে বেকারত্বের সংখ্যা বেড়ে যাবে। মার খাবে ছোট থেকে মাঝারি এবং বড় সমস্ত ব্যবসাদার। ঠিক যেভাবে কলকাতা দখল করেছে ওলা, উবের। সেইভাবেই সারা দেশ দখল করে নেবে ফরেনাররা। তাই এফডিআই বিলের প্রতিবাদের গোটা দেশ জুড়ে ব্যবসা বন্ধের ডাক দিয়েছে ক্যাট। এতে কাজ না হলে আগামী দিনে বড় ধরনের আন্দোলনের পথে নামবে তারা এমনই হুশিয়ারিও দিয়েছে ক্যাট।

বলপাই ঘোষবাড়ির দুর্গাপুজোর ২২৫ বছর

সোমা মণ্ডল, খানাকুল

হুগলির আরামবাগ মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় বহু দুর্গাপুজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি খুবই প্রাচীন। এমনই একটি দুর্গাপুজো হল খানাকুলের বলাপাইয়ের ঘোষবাড়ির পুজো। এবছর এই পুজোর ২২৫ বছর। এই উপলক্ষ্যে ঘোষপরিবার সারা বছর নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। ১ বৈশাখ থেকে সেই অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে। ওই দিন প্রভাতফেরির মাধ্যমে বছরব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হয়। দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। ৫০জন মানুষ রক্তদান করেছিলেন। ঘোষপরিবারের সদস্য তাপস ঘোষ জানালেন, প্রতিবছরই পুজোর চারদিন নানা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। কিন্তু এবছরের নতুনত্ব হল বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন। এই তালিকায় রয়েছে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ইত্যাদি। এছাড়া পুজোর চারদিনের মধ্যে মহাষষ্ঠীতে ২২৫জন দুঃস্থ মানুষকে বস্ত্র দান করা হবে। সপ্তমীর দিন থাকছে স্থানীয় শিল্পীদের গীতানাট্য। এছাড়াও হাওড়ার একটি সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান সঙ্গীত আলেখ্য পরিবেশন করবে। অষ্টমীর দিন থাকছে স্থানীয় স্কুল ছাত্রছাত্রীদের সাঁওতালি নাচ। পাশাপাশি শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট শিল্পীরা এদিন বাউল গান উপহার দেবেন। নবমীর দিন বেলুড় থেকে আসছেন অর্কেস্ট্রা শিল্পীরা। দশমীর দিন সন্ধ্যায় আতসবাজী সহকারে প্রতিমা বিসর্জন। তাপসবাবু আরও জানান, তাঁদের মূল পরিবার ৬টি হলেও বর্তমানে সেই সংখ্যা আরও কিছু বেড়েছে। তবে সব মিলিয়ে পরিবারের সদস্য সংখ্যা প্রায় ১৫০জন। সদস্যদের অনেকেই গ্রামের বাইরে থাকেন। কিন্তু যে যেখানেই থাকুন সকলেই পুজোর সময় গ্রামের বাড়িতে হাজির হন। একসঙ্গে সকলে মিলে আনন্দে মেতে ওঠেন। উল্লেখ্য, এই ঘোষ বাড়ির দুর্গাপুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল 'তাঁবু' ধরে পুজো। এই জমিদার বাড়ির সন্ধিপুজো নির্ঘণ্ট মেনে হয় না। তাঁবু ধরে পুজো শুরু হয়। এই তাঁবু হল একটি তামার বাটি। এই বাটির নিচের দিকে থাকে একটি ছোট্ট ছিদ্র। রীতি অনুযায়ী পুজোর আচার্য ওই ছিদ্রযুক্ত বাটিটিকে একটি জলপূর্ণ পাত্রের উপর ছেড়ে দেন। সন্ধিপুজো দিনের বেলা হলে সূর্যোদয়ের পর আর রাতে হলে সূর্যাস্তের পর আচার্য মশাই ওই তাঁবু বসান। ওই বাটিটি জলপূর্ণ হয়ে ডুবে গেলে পুজো শুরু হয়। একবার ওই বাটি ডুবতে শুরু করে ২৪ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড। কিন্তু কতবার ডুববে পুজো শুরু হবে তাও স্থির করেন ওই আচার্য। তারপরেই শুরু হয় সন্ধিপুজো। তাপসবাবু জানান, ১২০১ বঙ্গাব্দে বর্ধমান মহারাজার সহায়তায় ঘোষবংশের পূর্বপুরুষ গোপীচরণ ঘোষ এই পুজো শুরু করেছিলেন। তখনই মহারাজা ওই তামার বাটিটি তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকেই বাটিটি সযত্নে রক্ষিত আছে। তিনি আরও জানান, দ্বিতীয়া থেকে দশমী পর্যন্ত দুর্গা দালানে চণ্ডীর গান এলাকার মানুষকে বাড়তি আনন্দ দেয়। তবে পুজোর প্রথম প্রচলনের সময় মহিষ বলি হলেও দীর্ঘদিন তা পুরোপুরি বন্ধ। তাপসবাবু জানান, সপ্তমীদিন ও সন্ধিপুজোর সময় একটি করে ছাগ বলি হয়। এছাড়া নবমীর দিন প্রতিবছরই ২০-২২টি ছাগ বলি দেওয়া হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন জনের মানত করা ছাগই বেশি থাকে। পাশাপাশি চাল কুমড়া, আদা ইত্যাদি বলিরও রেওয়াজ আছে। রীতি মেনে সাবেকি নিয়মেই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। উল্টো রথের দিন ঠাকুর পুকুরের মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি শুরু হয়। দুর্গা নবমীর ঠিক ১৫দিন আগে ঘট তোলা হয়। তবে অষ্টমী বা নবমী নয়, কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হয় দশমীতে। পুজোর দিনগুলি ঘোষবাড়ির সদস্যদের একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া একটা বড় পাওনা বলে তাপসবাবু জানান।

পুজোর কথা-১

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।